এক নজরে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

ভিশন ও মিশন :

ভিশন**:** সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা।

মিশন**:** স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রধান কার্যাবলী:

- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারন;
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদিসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন;
- নার্সিং সেবা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও বিতরন এবং আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ঔষধের মান নিয়ন্ত্রন;
- স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত স্থাপনা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;
- শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার;
- স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মানব সম্পদের বিন্যাস নিশ্চিতকরণ;
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি

সরকার ঘোষিত ইশতেহারে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা:

- দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তি উন্নত করা হবে।
- ১ বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের উপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে।
- সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট, ক্যান্সার ও কিডনি চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্যান্সার ও কিডনি চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরো নির্ভুল ও জনবান্ধব করা হবে। অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা পাওয়া যাবে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ভবনসহ সকল সুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা হবে।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার স্তর ভিত্তিক কাঠামোঃ

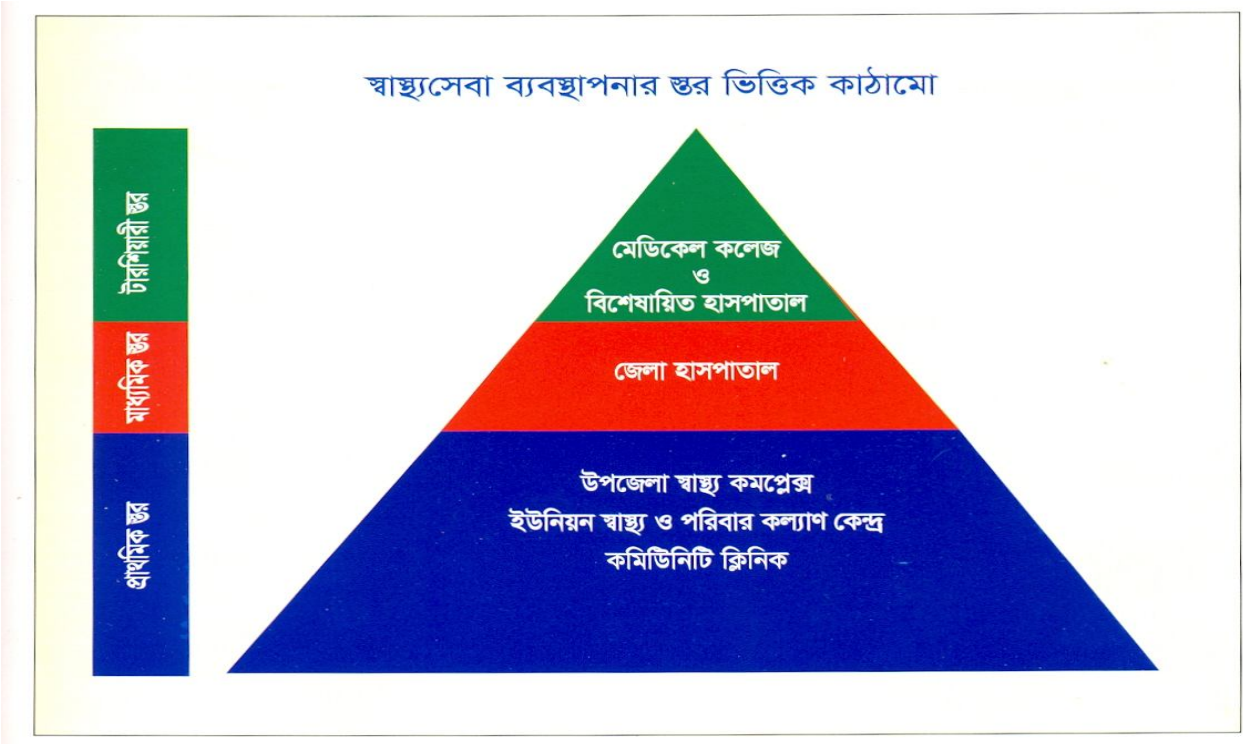

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দঃ

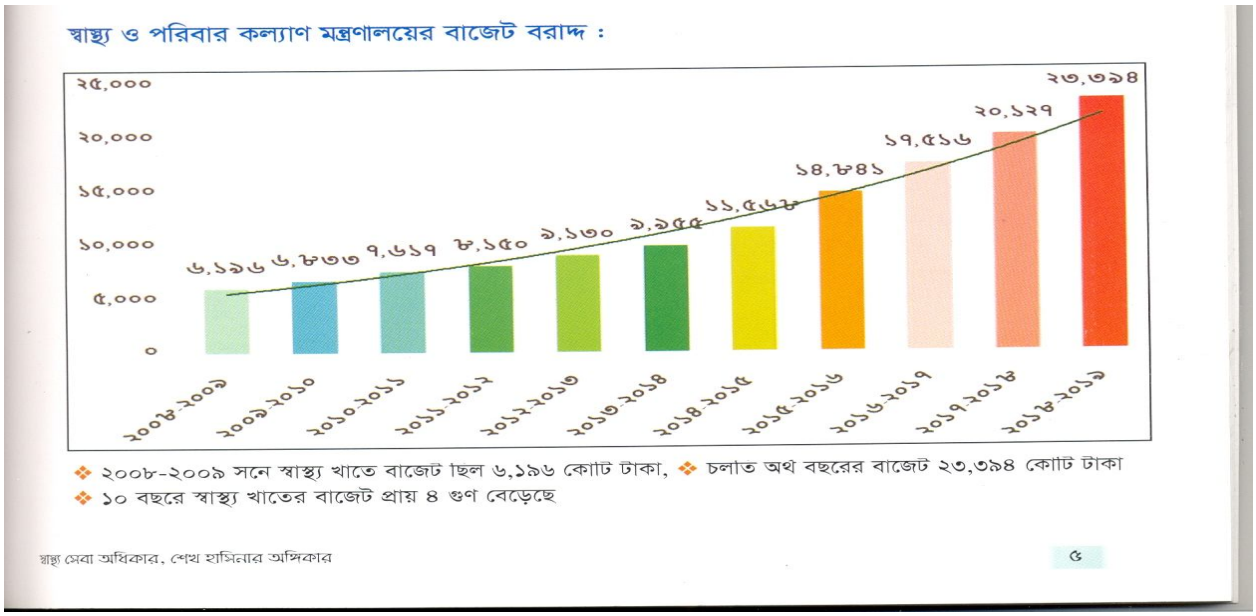

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রগতিঃ

সূচক	২০০৯ সাল	২০১৪ সাল	২০১৭ সাল	এসডিজির লক্ষ্য (২০৩০ সাল)
মাতৃ-মৃত্যু অনুপাত (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	১৯৪	১৮১	১৭২	৭০
৫ বছরের কম বয়সী শিশু-মুত্য হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৬৫	৪৬	৩১	২৫
নবজাতকের মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৩৭	২৮	১৭	১২
১ বছরের কম বয়সী শিশু-মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৫২	৩৮	২৪	--
মোট প্রজনন হার		২.৩	২.০৫	--

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রগতিঃ

সূচক	২০০৯ সাল	২০১৪ সাল	২০১৭ সাল	এসডিজির লক্ষ্য (২০৩০ সাল)
প্রশিক্ষিত, দক্ষ প্রসবকারীর সহয়তায় প্রসবের হার	২০.৯	৪২.১	৭২	৮০
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতার হার	৪৩.২	৩৬.১	৩৬.১	১২
সকল প্রকার টিকা (বিসিজি, পেন্টাভ্যালেন্ট, পোলিও ও হাম) গ্রহণকারী ১২ মাসের কম-বয়সী শিশুদের হার	৭৬	৭৮.০	৮২.৩	১০০

হাসপাতাল ও হাসপাতালের শয্যা সংখ্যাঃ

মালিকানা	হাসপাতাল						হাসপাতাল শয্যা					
	সাল			বৃদ্ধি			সাল			বৃদ্ধি		
	২০০৮	২০১৩	২০১৮	২০০৯-১৩	২০১৪-১৮	২০০৯-১৮	২০০৮	২০১৩	২০১৮	২০০৯-১৩	২০১৪-১৮	২০০৯-১৮
সরকারি	৫৮৯	৫৯৩	৬০৪	৪	১১	১৫	৩৮১৭১	৪৫৬২১	৪৯০১৮	৭৪৫০	৩৫৩৩	১০৯৮৩
বেসরকারি	২২৭১	২৯৮৩	৫১৩৯	৭১২	২১৫৬	২৮৬৮	৩৬২৪৪	৪৫৪৮৫	৮৬৫০০	৯২৪১	৪১০১৫	৫০২৫৬
মোট	২৮৬০	৩৫৭৬	৫৭৪৩	৭১৬	২১৬৭	২৮৮৩	৭৪৪১৫	৯১১০৬	১৩৫৫১৮	১৬৬৯১	৪৪৫৪৮	৬১২৩৯

২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত প্রণীত আইন /বিধিঃ

- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য আইন, ২০১৩
- মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮
- মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮
- কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধি, ২০১৬
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য বিধিমালা, ২০১৭
- মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৮

২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত প্রণীত আইন, নীতি/কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাঃ

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১
- বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২
- জাতীয় পুষ্টি নীতি, ২০১৫
- জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬
- জাতীয় পুষ্টি নীতির কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোগ ও নিয়ন্ত্রণে বহুপাক্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২১)
- ন্যাশনাল এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্রাটেজি (২০১৭-২০৩০)
- কমিউনিটি ভিশন সেন্টার ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা নীতিমালা ২০১৮
- হজ্ব স্বাস্থ্যসেবা নীতিমালা ২০১৮ ও সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নীতিমালা ২০১৮

আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও স্বীকৃতিঃ

আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও স্বীকৃতি

২০০৯ ও ২০১২ : সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) ও শিশু স্বাস্থ্যে অসাধারণ ধারাবাহিক সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিন এন্ড ইমুনাইজেশন (GAVI) অ্যাওয়ার্ড

২০১০ : ক্রমবর্ধমান শিশু মৃত্যুহার হ্রাস করায় জাতিসংঘ কর্তৃক মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাওয়ার্ড।

২০১১ : ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট' পুরস্কার

২০১৩ : দারিদ্র হ্রাস ও বিমোচনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন (আইওএসএসসি) অ্যাওয়ার্ড

২০১৪ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পোলিও মুক্ত দেশের সনদ প্রাপ্তি

২০১৪ : অটিজম বিষয়ে অনবদ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে WHO Excellence in Public Health in South-East Asia Award

২০১৫ : বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সঠিক নেতৃত্ব দানের জন্য চ্যাম্পিয়নস্ অব দ্যা আর্থ অ্যাওয়ার্ড

২০১৭ : WHO SEARO Goodwill Ambassador হিসেবে মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন নিয়োগপ্রাপ্ত

২০১৮ : জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকের প্রতি মানবিক আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড